মুজিবনগরে উপজেলা পুষ্টি বিষয়ক সমন্বয় কমিটির মতবিনিময় সভা

মুজিবনগরে উপজেলা পুষ্টি বিষয়ক সমন্বয় কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ের, আয়োজনে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সভাকক্ষে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা পুষ্টি বিষয়ক সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এবং মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার আসাদুজ্জামানের সার্বিক সঞ্চালনায়, মতবিনিময় সভায়, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ডাক্তার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা সিভিল সার্জন ডা: মহী উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কার্যালয়ের পরিচালক ডা: তাহিরুল ইসলাম খান, জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কার্যালয়ের উপ-পরিচালক ডা: মোহাম্মদ আক্তার ইমাম, যশোর সিভিল সার্জন কার্যালয়ের ক-অর্ডিনেটর মেডিকেল অফিসার ডা: নাজিয়া আন্দালিব, মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা এবং বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

জাতীয় পুষ্টিনীতির মূল এই পাঁচটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে, ১৯৭৫ সালে ২৩ শে এপ্রিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু পুষ্টি পরিষদের গঠন আদেশে স্বাক্ষর করেন।

১. জনগণের, বিশেষত শিশু, কিশোরী, গর্ভবর্তী ও দুগ্ধদানকারী মাসহ সব নাগরিকের পুষ্টি অবস্থার উন্নতি সাধন:

২. বৈচিত্র্যপূর্ণ, পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন নিরাপদ, সুষম খাদ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিত করা।

৩. পুষ্টিকেন্দ্রিক (nutrition specific) বা প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা।

৪. পুষ্টি সম্পর্কিত (nutrition sensitive) বা পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা। জাতীয় পুষ্টিনীতির উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের সব নাগরিকের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫-কে অনুসরণ করে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় জীবনচক্রব্যাপী পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে আছে।

জীবনের প্রথম ১০০০ দিন; অর্থাৎ ভ্রুণ অবস্থা থেকে শুরু করে শিশুর ২৩ মাস বয়স পর্যন্ত কিশোরী গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা বয়স্ক জনগোষ্ঠি শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী জাতীয় পুষ্টিনীতির উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠী।

উপরোক্ত পুষ্টি নীতির সার্বিক বিষয়গুলোর নিয়ে বি শদ আলোচনা করেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার এনজিও কর্মী সাংবাদিক ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দ।

মেহেরপুর জনতা ব্যাংকে অগ্নিকাণ্ড

জেনারেটরের বিদ্যুৎ থেকে শর্ট সার্কিট হয়ে আগিুকাণ্ড ঘটেছে মেহেরপুর জনতা ব্যাংকে। আজ রবিবার (৩১ মার্চ) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে জনতা ব্যাংকের বড় বাজার শাখায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

অগ্নিকাণ্ডে বড় ধরনের কোন ক্ষতি না হলেও আগুনের ধোঁয়ায় এলাকায় ভিত্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

জানা গেছে, সকাল সাড়ে দশটার দিকে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর ব্যাংকের নিজস্ব জেনারেটর চালু করা হয়। জেনারেটর চালুর পরপরই জেনারেটরের বিদ্যুৎ থেকে শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে আগুন লাগে। এসময় ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দ্রুত অগ্নি নির্বাপন গ্যাস ব্যবহার করে আগুন আয়ত্তে নেন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফাঁয়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরাও

ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

অগ্নিকান্ডের সাথে সাথে ধোঁয়ার কুন্ডলী বের হতে থাকে। এসময় ব্যাংকসহ শহর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তড়িৎ গতিতে অগ্নি নির্বাপন গ্যাস ব্যবহার করাই বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় বলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তারা জানান।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কনি মিয়া বলেন, আগুন লাগার খবর পেয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছান।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে নির্মাণ কাজে ধীরগতি

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বাঁশবাড়িয়া থেকে জোড়পুকুরিয়া পর্যন্ত এখন মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রকৌশলীর তদারকিতে চরম গাফিলতির কারনে রাস্তা নির্মাণ কাজ চলছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। ফলে জনদূর্ভোগ এখন চরম মাত্রায় পৌছেছে।

রাস্তা নির্মাণ কাজে প্রায় ছয় মাস পানি ব্যবহার না করার কারনে গাংনী উপজেলা শহর এখন ধুলোর শহরে পরিণত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার জহিরুল ইসলাম ও মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে জানানোর পরেও কোনো ব্যবস্থা নেননি। এদিকে সামনে ঈদকে কেন্দ্র করে রাস্তাটিতে যাতায়াত বেড়েছে বহুগুণ।

জানা গেছে মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপসহকারি প্রকৌশলীর গাফলতিতে ঠিকাদার রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করছেন।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক প্রশস্থকরণ ও সংস্কার কাজ চলছে নানা অনিয়ম, নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ও ধীরগতিতে।
দীর্ঘদিন রাস্তাটি ফেলে রাখার ফলে রাস্তার উভয় পাশের বালি এখন ধুলোতে পরিণত হয়েছে।

রাস্তাটির গাংনী অংশের গাঁড়াডোব থেকে তেরাইল পর্যন্ত রাস্তার মাঝে মাঝে উপড়ে ফেলায় জনদুর্ভোগ আরো বেড়েছে। অনেক আগে পাথর-বিটুমিনের আস্তরণ দেওয়া শুরু করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তা শুরু করেনি ঠিকাদার। দীর্ঘদিনের জরাজীর্ণ সড়কটি অযাচিত খোড়াখুড়ি করে রেখে দেওয়ায় পথচারিদের পেতে হচ্ছে দিগুন দুর্ভোগ।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) তত্ত্ববধানে মেহেরপুরের মের্সাস জহিরুল লিমিটেড এ সড়কের তিনটি প্যাকেজ বাস্তবায়ন করছে। মেহেরপুর কলেজ মোড় থেকে গাংনী উপজেলার তেরাইল কলেজ পর্যন্ত এ তিনটি প্যাকেজের কাজ পেয়েছেন জহিরুল লিমিটেড নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জরাজীর্ণ গাঁড়াডোব, বাশবাড়ীয়া গাংনী পৌর শহর, মালশাদহ, চেংগাড়া, চোখতোলা, জোড়পুকুরিয়া ও তেরাইল। মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপসহকারি প্রকৌশলী শাহীন মিয়াকে ফোন করে পাওয়া যায়নি।

সামনে ঈদকে কেন্দ্র করে ঘরমুখো মানুষের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে সবচেয়ে বেশি জরাজীর্ণ অংশের কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার কথা থাকলেও সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফলতি তা হচ্ছেনা।

মেহেরপুর কলেজ মোড় থেকে কুষ্টিয়া ত্রিমোহনী পর্যন্ত চলমান এ সংস্কার কাজের মেহেরপুর জেলার অংশ প্রায় ৩০ কিলোমিটার। যার মধ্যে তিনটি প্যাকেজের কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে গত বছরে। কাজের গুণগত মান অত্যন্ত নিম্নমানের বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

জানা গেছে, গাঁড়াডোব থেকে বাঁশবাড়ীয়া পর্যন্ত অংশের কিছু কিছু স্থানে কাজের প্রথমে বিদ্যমান কার্পেটিং তুলে ফেলা হয়। সেখানে বেজ টাইপ ওয়ান হিসেবে পাথর আর বালুর মিশ্রণ দিয়ে রুলার করার কথা থাকলেও পুরোদমে তা শুরু হয়নি। ফলে বেজ কোর্সের কাজ হিসেবে বিটুমিন ও পাথর দেওয়াও হচ্ছেনা।

এদিকে রাস্তা সংস্কার কাজ দ্রুতগতিতে না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে পথচারীদের ও জানবাহনের চালকদের মাঝে। ছোট বড় কয়েকটি যানবাহন চালক এ প্রসঙ্গে বলেন, সড়কটি এখন মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। যানবাহন চালাতে গিয়ে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে খানা খন্দে ভরা ছিলো তারউপর এখন রাস্তাটি উপড়ে ফেলা হয়েছে। যে কারনে সড়কটিতে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। ঝরছে প্রাণ আর পঙ্গি হচ্ছে

অনেকেই।

মেহেরপুর কলেজ মোড় থেকে আলমপুর ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার এলাকা ফোরলেনে উত্তীর্ণ হচ্ছে বলে জানা গেছে। বিদ্যমান প্রকল্পে কলেজ মোড় থেকে গাংনীর দিকে প্রায় এক কিলোমিটার ফোরলেন ছিল। এছাড়াও গাংনী শহরে প্রায় চার কিলোমিটার এবং বামন্দী বাজারে প্রায় এক কিলোমিটার ফোরলেন রয়েছে। পরবর্তীতে জনপ্রশাসনমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সদর উপজেলার পুরো অংশ ফোরলেনের অনুমোদন হয়েছে বলে জানা গেছে।

গাংনীর কাথুলীতে তৃতীয় ধাপে ১৮০০ মিটার নদী খননের কাজের সূচনা

আজ শনিবার সকাল ১১ সময় তৃতীয় ধাপের ভৈরব নদী খননের কাজের সূচনা করেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ইউনুস এন্ড ব্রাদার্স প্রোঃমোঃ ইউনুস আলী।

উপস্থিত ছিলেন ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃসেলিম রেজা,বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, পানি উন্নয়ন বোর্ডের এস ও আলমগীর হোসেন,এ্যাসিসটেন্ট ইন্জিনিয়ার শান্ত, কাথুলী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান রহমান, কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের ১ নং ওয়ার্ডের মেম্বর বাবলু বিশ্বাস, ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর জিনারুল ইসলাম, সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ইউনুস এন্ড ব্রাদার্সের সত্বাধিকার দীপু মিয়া জানান আজকে তৃতীয় ধাপের ভৈরব নদী খননের কাজ সুরু করা হচ্ছে।আনুষ্ঠানিক ভাবে ৬ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি শুভ উদ্বোধন করবেন। কাথুলী বেল্টে ১৮০০ মিটার নদী খননের কাজ করা হবে।এবং মেহেরপুর বেল্টে ১৫০০ মিটার কাজ শুরু হবে।তার

ধারাবাহিকতায় আজকে নদী খননের কাজ শুরু করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জানান মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বাংলাদেশ সরকারের জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নেতৃত্বে মেহেরপু জেলার উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে মন্ত্রী মহোদয় ৬০ কিলোমিটার নদী খননের কাজ সম্পন্ন করেছেন।এবারও কাথুলী বেল্টে ভারত সীমান্তের শেষ পর্যন্ত ১৮০০ মিটার নদী খননের কাজ শুরু করা হচ্ছে।আগামী ৬ তারিখে মন্ত্রী মহোদয় আনুষ্ঠানিক ভাবে শুভ উদ্বোধন করবেন।

কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা জানান মেহেরপুর জেলার উন্নয়নের জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি ইতিমধ্যে যে উন্নয়ন করেছেন তা আজ দৃশ্যমান। তার ধারাবাহিকতায় আজকে ভৈরব নদী খননের কাজের শুরু করেছেন।সে জন্য মন্ত্রী মহোদয় কে ধন্যবাদ জানাই এবং কুতুবপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা পরিবেশন সমিতির ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা পরিবেশন সমিতির উদ্যোগে ইফতার মাহফিল, দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর সেভেন সেন্স রেস্টুরেন্টে এই ইফতার মাহফিল, দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা পরিবেশক সমিতির সভাপতি হাসেম আলী।

জেলা পরিবেশন সমিতির সদস্য সোমেল রানার সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা পরিবেশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা পরিবেশক সমিতির প্রধান উপদেষ্টা ও

চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসূল, চেম্বার অব কমার্সের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল এনাম বকুল, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পরিবেশক সমিতির সহ-সভাপতি আকবর বিশ্বাস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বদরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, দপ্তর সম্পাদক আবু হোসেন কাকন, মফিজুর রহমান, সদস্য সাদরুল ইসলাম নাহিদ, পলাশ প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় সকলের সম্মতিক্রমে ট্রান্সকম বেভারেজ গ্রুপ লিমিটেড এর পণ্য সেভেন আপ ও পেপসি কোম্পানি মেহেরপুর জেলা পরিবেশন সমিতিকে অবজ্ঞা করায় সেভেন আপ ও পেপসির সকল পণ্য মুজিবনগর উপজেলায় আগামী দুই এপ্রিল তারিখ থেকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সকল ব্যবসায়ীকে পণ্য ক্রয় বিক্রয় না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

মেহেরপুর জজশীপের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ২ দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা জজশীপের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। কর্মশালাটির আয়োজন ও উদ্বোধন করেন ভারপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে সনদ ও সৌজন্য উপহার প্রদান করা হয়।

গত বুধ ও গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের সম্মেলনে কক্ষে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

আদালতে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সহায়ক কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্ম পরিবেশের উন্নয়ন সহ শৃঙ্খলা সাধন এবং কর্মচারীদের কাজের অগ্রগতি ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ইন হাউজ প্রশিক্ষণটি

আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন যথাক্রমে ভারপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ১ম আদালতের বিচারক মো: শাহিনুর রহমান, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেন সিনিয়র সহকারী জজ মেহেদী হাসান মোবারক মুনিম এবং সিনিয়র সহকারী জজ মোঃ নাহিদ হোসেন।

কর্মশালায় কর্মস্থলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, কর্মচারীদের পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়, অফিস ব্যবস্থাপনা ও সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধি, পরোয়ানা গ্রহণ, ইস্যু, জারি, নেজারত কার্যক্রম, মামলার কার্যক্রম, সেরেস্তা ও রেকর্ড রুমে মামলা সংরক্ষণ, নকল দেয়ার নিয়ম কানুন, নথি বিন্যাস ও কোর্টে দাখিলী ডকুমেন্টস বিসয়ে এক্সজিবিট বা প্রদশর্নী চিহ্নিতকরণ বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার পর সনদ ও শুভেচ্ছা স্মারক বিতরণ করাতে সকলে ভারপ্রাপ্ত জেলা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাসের প্রতি ধন্যবাদ অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। প্রশিক্ষনার্থীরা জানান এই ধরনের প্রশিক্ষণে তারা কর্মক্ষেত্রে অনেক উপকৃত হবেন। পাশাপাশি সনদ ও শুভেচ্ছা স্মারক চাকুরী জীবনের স্মৃতি হিসেবে রয়ে যাবে।

গাংনীতে পিএসকেএসের উদ্যোগে উপকারভোগীদের মাঝে উপকরণ বিতরণ

গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর কৃষি খাতের আওতায় পারিবারিক পুষ্টি নিরাপওায় বহুস্তরে সবজি ও ফলমূল উৎপাদনের লক্ষ্যে গাংনী ও বামুন্দী শাখার তেরাইল সাহারবাটি গ্রামের ৫০ জন উপকারভোগীর মাঝে উপকরণ বিতরণ করা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বিতরণকৃত উপকরণ সমূহের মধ্যে ছিল-লালশাক, পুই শাক, কলমিশাক ও লাউ ইত্যাদি।

পাশাপাশি উপকারভোগীদেরকে উক্ত উপকরণ প্রদানের লক্ষ্য ও

উদ্দেশ্যসহ কিভাবে এর রক্ষণাবেক্ষন করতে হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উপকরণ বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন পিএসকেএস এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সকল কর্মকর্তাগণ ।

মেহেরপুর মাটি বহনকারি ট্রলির চাপায় শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছায় মাটি বহনকারি শ্যালো ইঞ্জিন চালিত ট্রলির চাপায় সোহাগ হোসেন (৫) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোহাগ চৌগাছার গোলাম আলীর ছেলে।

নিহত সোহাগ হোসেনের স্বজনরা জানান, সোহাগ একটি সজনে গাছের পাতা পাড়তে রাস্তা পার হচ্ছিল। এসময় পিছন দিক থেকে একটি দ্রুতগামী মাটি বহনকারি ট্রলি তাকে চাপা দেয়। এসময় সোহাগ হোসেনকে মূমুর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল্লাহ আল মারুফ তাকে মৃত ঘোষনা করেন। শিশু সোহাগের মৃত্যুর খবর শুনে সোহাগের পিতা গোলাম হোসেন ও মাতা রেজিয়া খাতুন বার বার মুর্ছা যাচ্ছিলেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) তাজুল ইসলাম বলেন, ট্রলি চাপায় এক শিশুর মৃত্যুর খবর শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং ট্রলি চালককে আটকের চেষ্টা চলছে। তিনি আরও বলেন, নিহত শিশুর পরিবার থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আমঝুপিতে ত্রৈ-মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

‘ ‘সবারজন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরা, ঝরে পড়া রোধ ও বাল্যবিবাহ রোধে ইয়ুথ ফোরাম নানা ভাবে কর্মসূচী গ্রহন ও বাস্তবায়ন করছে”। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর হলরুমে ইয়ুথ ফোরাম এর দায়-দায়িত্ব বিষয়ক প্লানিং ও ত্রৈ-মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয় ।

গনসাক্ষরতা অভিযান এর সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজজ্জামান সেলিম। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর ডেপুটি মনিটর নাফিজ আহম্মদ। সভায় মেহেরপুর জেলার সার্বিক শিক্ষার সুযোগ, শিক্ষার বাস্তবতা, ঝরেপড়া রোধ, শিশুদের বিদ্যালয়ে আনন্দঘন পরিবেশে পাঠদান, বিদ্যালয়ে স্বচ্ছতা, দিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে এবং বাল্যবিবাহ রোধে ইয়ুথদের ভূমিকা বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ কাজল রেখা, প্রকল্পের সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার আশিক বিল্লাহ ও চাঁদ তারা সূর্য, গণমাধ্যম কর্মীসহ মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ, আমঝুপি ও বারাদী ইউনিয়নের যুব প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরকে সমৃদ্ধ করতে পত্রিকাটিকে বেশি ভূমিকা রাখতে হবে

মেহেরপুরকে সমৃদ্ধ করতে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বেশি বেশি ভূমিকা

রাখতে রাখতে হবে। জেলার শিক্ষা,শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ ও উন্নয়ন তুলে ধরে পথ্রিকাটিকে গণমানুষের মুখপাত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দৈনন্দিন সংবাদের পাশাপাশি অনুসন্ধানমুলক সংবাদ পরিবেশন করে পাঠকের হৃদয়ে ঠায় করে নিতে হবে। জেলার উন্নয়ন অনিয়ম দুর্ণীতি, কৃষি, শিক্ষা সার্বিক বিষয় তুলে আনারও তাগিদ দেওয়া হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সপ্তম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব মতামত তুলে ধরেন জেলার বিশিষ্টজনেরা।

গতকাল বুধবার (২৭ মার্চ) মেহেরপুর প্রতিদিনের সভাকক্ষে এই আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক ও আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান শিল্পপতি এমএএস ইমন আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন।

আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহা: আব্দুস সালাম বলেন, মেহেরপুরের শিক্ষা সংস্কৃতি কৃষ্টি কালচার ধারণ করে মেহেরপুর প্রতিদিন ছয় বছর পার করে আজ ৭ বছরে পা রেখেছে, এই শুভক্ষণে অভিনন্দন শুভেচ্ছা ও জানাচ্ছি। নানাধরণের প্রতিকুলতা পার করে আজ মেহেরপুর প্রতিদিন এখন আলোর পথে পৌছেছে। ইলেক্ট্রিনিক মিডিয়ার যুগে কাগজের চাহিদা কমে গেছে। কিন্তু তার পরেও কাগজের পত্রিকার চাহিদা রয়ে গেছে। আজ যুগের পরিবর্তন হয়েছে। আমরা সর্বহারাদের সেই যুগ থেকে আলোর পথে এসেছি। যে ছেলেটি রাতে বিছানা থেকে হারিয়ে যেতো সকালে পত্রিকার মাধ্যমে তার লাশের খবর পেতাম। সেই দুর্বিষহ অবস্থা এখন আর নেই। সেখান থেকে আমরা এখন অনেকদুর এগিয়ে এসেছি।

পৃথিবীর বড়বড় দেশগুলোতে এখন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া একটি যায়গায় পৌছেছে। সেখানে মানুষ কাগুজে পত্রিকা আর পড়তে চাইনা। কিন্তু পক্ষান্তরে দেখা গেছে কাগুজে পত্রিকা আগের যায়গাই আছে। আমরা যতই পার করিনা কেনো প্রয়োজনীয়তা আমাদের সবকিছু রয়ে গেছে। প্রকাশনার শুরুতে মেহেরপুর প্রতিদিন আমাদের সমাজের দর্পণ হিসেবে এসেছিল। আজকের বাস্তবতায় এই পত্রিকাটি ঠিক সেই যায়গায় আছে। মেহেরপুরকে সমৃদ্ধ করতে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বেশি বেশি ভূমিকা রাখতে রাখতে

হবে।

তিনি বলেন, আমাদের সমাজে বড় বাধা মাদক, জঙ্গিবাদ ক্যসিনো। তারপরেও এগিয়ে যেতে হবে। সকল প্রকার দূর্ণীতি, অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে হবে। মেহেরপুরের সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে হবে। এছাড়া জেলার সঙ্গীত, নাট্য, যাত্রাসহ নানাদিক তুলে ধরতে হবে, যাতে আগামীতে পত্রিকাটি জেলার মানুষের মনের অভাব দুর করে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক বলেন, সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতা খুব গুরত্বপূর্ণ কাজ। এটি সহজ কোনো কাজ নয়। এখানে অনেক কিছুই জানার আছে। কিন্তু আমরা নানা কারনে সেটি ধরে রাখতে পারিনি। ন্বাধীনতা উত্তরকালে এজেলাতে অনেক বিজ্ঞজন সাংবাদিকতা করে গেছেন। সাপ্তাহিক মুজিবনগর, পরিচয়, পশ্চিমাঞ্চল ও দৈনিক মেহেরপুর পত্রিকা প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু নানা কারনে সেগুলো টিকে থাকতে পারিনি। সেখানে মেহেরপুর প্রতিদিন নানা ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করে আজ সপ্তম বর্ষে পা রেখেছে।

তিনি বলেন, অনলাইনের যুগে প্রিন্ট পত্রিকা আজ হুমকির মুখে। প্রিন্ট পত্রিকা প্রকাশ এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেহেরপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। কিন্তু নানা কারনে আমরা ধরে রাখতে পারিনি। সাহষ সংগ্রাম সংকল্পের পথ ধরে পত্রিকাটি এগিয়ে যাচ্ছে।
তিনি বলেন, এই জেলাতে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব রয়েছে।জেলাতে অনেকের টাকা পয়সা আছে। কিন্তু সেসব লোক অন্য যায়গায় খরচ করতে অভ্যস্ত। সাহষ, সম্পৃতি, সম্পর্কের সাথে অনেক দুর এগিয়ে যাবে এবং সমাজকে বদলে দেওয়া ও পরিবর্তন করাসহ সামাজিক, ভ্রাতিক, শিল্প, সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রত্যয় নিতে হবে।

জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। ভয় করলে হবেনা, সাহষিকতার সাথে আগামীতে পত্রিকাটি তাদের স্বকীয়তা ধরে রাখবে। মেহেরপুর প্রতিদিন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে মানুষের মন জয় করেছে। আগামীতেও বস্তুনিষ্ঠ, সত্য সংবাদ পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করবে।

মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, হাটিহাটি পাপা করে মেহেরপুর জেলাসহসহ

আশেপাশের জেলাগুলোতেও যায়গা করে নিয়েছে পত্রিকাটি। পত্রিকাটি আগামীতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলবে, দেশের উন্নয়ন তুলে ধরবে, শিক্ষা সংস্কৃতি তুলে ধরবে ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলবে।

তিনি বলেন, সততা ও সাহসিকতার সাথে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ তুলে ধরে। পত্রিকার মাধ্যেম মেহেরপুরের হারিয়ে যাওয়া বিষয়গুলো তুলে ধরবে এছাড়া জেলার উন্নয়ন তুলে ধরবে।

তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে অশুভ একটা ছায়ার মধ্যে পড়ে আছে। এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে এই প্রত্যাশা করছি।

বিশিষ্ট কবি ও প্রাবান্ধিকগাজি রহমান বলেন,মেহেরপুর প্রতিদিন অনেকটাই পরোয়া না করে চলে। মেহেরপুর প্রতিদিন শীরদাঁড়া খাড়া করে চলার প্রবনতা ধরে রেখেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ডোন্ট কেয়ার মনভোব লক্ষ করা যায় পত্রিকাটির মধ্যে।
আমরা কেউ বিদ্যাসাগর বা নজরুল হতে পারবোনা। তবে, তাদের অনুকরণ করতে পারবো।

মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এমএএস ইমন বলেন,জনগনের মুখপাত্র শ্লোগান নিয়ে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জনপ্রিয় পত্রিকায় পরিণত হয়েছে মেহেরপুর প্রতিদিন। মেহেরপুর প্রতিদিন তিলে তিলে ছয় বছর পার করেই আজকের এই অবস্থানে পৌছেছে।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার সূতিকার মেহেরপুর জেলার পত্রিকা প্রকাশের পথচলা শুরুটায় ছিল নানা জটিলতা। তিনি বলেন এখন মিডিয়া ইমেজ নাই বললেই চলে। এখন ফেসবুকে পেজ খুলেই সাংবাদিক হয়ে যাচ্ছে। মেহেরপুর প্রতিদিন মেহেরপুরে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সততা ও সাহসিকতার সাথেই মেহেরপুর প্রতিদিন এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন হোটেল আটলান্টিকা, অনলাইন জুয়াসহ নানা অসঙ্গতি তুলে ধরায় অনেকে হোঁচট খেয়েছে তারা। মেহেরপুর প্রতিদিন তার স্বকীয়তা বজায় রেখে মেহেরপুরে একটি বিপ্লব ঘটাবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরবে। ভালোবাসা ও পাশে থাকার জন্য জেলার সকল শ্রেনী পেশার মানুষকে অনুরোধ করেন।

সিনিয়র সাংবাদিক রফিক উল আলম বলেন, শুরু থেকে মেহেরপুর প্রতিদিন অত্যন্ত সাহষিকতার সাথে সংবাদ পরিবেশন করে আসছে। তারা কোনো সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে ঝোল টানাটানি করেনা। পত্রিকাটি আগামীতে দূঢ়তার সাথে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা করেন তিনি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন অব আব্দুল মালেক বলেন, মেহেরপুর

প্রতিদিনের সকল দৈনতা কাটিয়ে আগামীতে স্ব মহিমায় এগিয়ে যাবে।